আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: সিলেট

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (সভাপতি): ডিন, স্কুল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশাল সায়েন্স, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট

২. আব্দুল কাইয়ুম, যুগ্ম সম্পাদক, প্রথম আলো

৩. অ্যাডভোকেট আ ফ ম কামাল, সাবেক চেয়ারম্যান, সিলেট পৌরসভা

৪. ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, সভাপতি, মেট্রোপলিটন বিজনেস ফোরাম

৫. হাবিবুর রহমান, উপাচার্য, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি

৬. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জুবায়ের সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ, স্কলার্স হোম

৭. অ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী চৌধুরী, সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি

৮. ড. মোস্তফা হাসান, সভাপতি, শাবিপ্রবি শিক্ষক সমিতি

৯. ডা. শামিমুর রহমান, সহসভাপতি, বিএমএ

১০. শারমিন মোর্শেদ, নির্বাহী পরিচালক, ব্রতী

১১. শরীফা ইয়াসমিন, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১২. জায়েদা শারমিন, সহকারী অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. আক্তারুল ইসলাম, শিক্ষক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. এ কে শেরাম, সংস্কৃতিকর্মী, মণিপুরি জাতিসত্তার প্রতিনিধি

১৫. আবু নোমান, ছাত্র, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৬. ফারজানা সিদ্দিকা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. উজ্জ্বল রায়, সভাপতি, বন্ধুসভা, সিলেট

১৮. সীমা রানী ধর, প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট, জানিপপ

১৯. আব্দুল করিম, সমন্বয়ক, বিবেকতাড়িত নাগরিক সমাজ, সিলেট

২০. নন্তু চক্রবর্তী

২১. অ্যাডভোকেট আজিজুল মালীক চৌধুরী, সাবেক সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি

২২. আজহারুল ইসলাম, ছাত্র, ইংরেজি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, চেয়ারম্যান, ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৪. ড. কবীর চৌধুরী, শিক্ষাবিদ

২৫. সাফওয়ান চৌধুরী, সাবেক সভাপতি, সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

২৬. অ্যাডভোকেট আব্দুল হাই খান, সাবেক সভাপতি, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতি

২৭. ড. কামাল আহমদ চৌধুরী, ডিন, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৮. ড. সৈয়দ সামসুল আলম, রসায়ন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৯. মো. ফারুক আহমদ, গবেষক ও লেখক

৩০. এম মুহিবুর রহমান, উদ্যোক্তা

৩১. অনীক বিশ্বাস, ছাত্র, ইংরেজি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৩২. আতাউর রহমান, চেয়ারম্যান, আটাব, সিলেট জোন

৩৩. আবু তালেব, বাংলাদেশ প্রতিনিধি, সানরাইজ রেডিও, লন্ডন

৩৪. অ্যাডভোকেট মো. ইরফানুজ্জামান চৌধুরী, কো-অর্ডিনেটর, ব্লাস্ট, সিলেট
৩৫. নাসির আহমদ খান, বার্তা সম্পাদক, *দৈনিক কাজির বাজার*
৩৬. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, প্রধান, বাংলা বিভাগ, মদনমোহন কলেজ, সিলেট
৩৭. চৌধুরী দেলওয়ার হোসেন জিলন, সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, *দৈনিক জালালাবাদ*
৩৮. হুমায়ুন ইসলাম, নির্বাহী প্রধান, সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (সাস)
৩৯. হিমাদ্রী শেখর রায়, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৪০. শাহ্ বাহা উদ্দিন সেলিম, অ্যাডভান্সমেন্ট ব্যুরো, ফর দি আর্টিকেলস অব সোসাইটি (আবাস)
৪১. আসলাম কবীর টিটো, সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সিলেট জেলা
৪২. অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা
৪৩. শফি আহমদ চৌধুরী, সাংসদ, সিলেট-৩
৪৪. সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, সাবেক সাংসদ, সভাপতি, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ
৪৫. অ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য্য, সভাপতি, সিপিবি, সিলেট জেলা
৪৬. আব্দুস সামাদ নজরুল, সাধারণ সম্পাদক, সিলেট মহানগর জাতীয় পার্টি
৪৭. আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
৪৮. সৈয়দ আব্দুল হান্নান, সভাপতি, ন্যাপ, সিলেট জেলা
৪৯. লোকমান আহমদ, সাধারণ সম্পাদক, জাসদ, সিলেট জেলা
৫০. আনিসুজ্জামান, সাবেক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫১. মো. আব্দুল ওদুদ, সাধারণ সম্পাদক, ন্যাপ, সুনামগঞ্জ জেলা
৫২. স্বপ্না চক্রবর্তী, ছাত্রী, ইংরেজি বিভাগ, এমসি কলেজ
৫৩. ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস, বিভাগীয় প্রধান, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৫৪. আব্দুল মতিন, তথ্য কর্মকর্তা, নিউহাম বেঙ্গলি কমিউনিটি ট্রাস্ট
৫৫. জিহান চৌধুরী, অর্থ-সম্পাদক, বন্ধুসভা
৫৬. আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক কর্মী, কথাকলি, সিলেট
৫৭. লক্ষ্মীকান্ত সিংহ, নির্বাহী পরিচালক, এখনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (একডো)
৫৮. অ্যাডভোকেট আনসার খান, আহ্বায়ক, গণফোরাম, সিলেট জেলা
৫৯. গোবিন্দ পাল, সাধারণ সম্পাদক, ন্যাপ, সিলেট জেলা
৬০. মো. ফয়জুর রহমান খসরু, সাংবাদিক
৬১. মিনহাজ চৌধুরী, শিশু সংগঠক
৬২. রাজীব পাল, ফিল্ড অর্গানাইজার, আরডব্লিউডিও, শিবগঞ্জ, সিলেট
৬৩. হিমাংশু মিত্র, প্রাইভেট সার্ভিস
৬৪. সাইফুল ইসলাম শিহাব, ছাত্রলীগ কর্মী
৬৫. জামান তপাদার, ছাত্র, মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়
৬৬. মনির উদ্দিন মাস্টার, সদস্য, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি
৬৭. ড. মিজানুল হক কাজল, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৬৮. সৈয়দ উতবা, সভাপতি, ছাত্রধারা, সিলেট
৬৯. ড. কবির হোসেন, প্রধান, পরিসংখ্যান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৭০. অ্যাডভোকেট সুপ্রিয় চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠক
৭১. জামিল আহমদ চৌধুরী, রেজিস্ট্রার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৭২. সৈয়দ মনির আহমদ হেলাল, সাধারণ সম্পাদক, উদীচী, সিলেট

৭৩. ড. ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস, প্রধান, গণিত বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৭৪. আতাউল গণি খান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, বন্ধুসভা
৭৫. ড. সুশান্ত কুমার দাস, সহযোগী অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৭৬. ড. মুহাম্মদ ইউনুস, সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৭৭. তুলসী কুমার দাশ, শিক্ষক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
৭৮. মো. আশরাফ আলী, সাবেক সংসদ সদস্য
৭৯. হাফিজ আহমেদ মজুমদার, সাবেক সংসদ সদস্য, সিলেট-৫
৮০. এম এ হক, সাবেক সভাপতি, সিলেট জেলা বিএনপি

সমন্বয়ক:
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূচনাপর্ব
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ২০০১ সালে একটি উদ্যোগ নেয় তৎকালীন নির্বাচনকে সামনে রেখে, যাতে নাগরিকদের আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে, তার জন্য তৎকালীন আসন্ন সরকারকে পরামর্শ দেওয়া যায়। ১৮টি টাস্কফোর্স গঠন করে ২০০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞকে একত্র করে একটি উন্নয়ন-এজেন্ডা তৈরি করা হয়। এই উন্নয়ন-এজেন্ডা তৎকালে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় ছিল। ১৯৯১ সালে–আপনারা জানেন–সাহাবুদ্দীন সাহেব যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন একবার এই উন্নয়ন-এজেন্ডা তৈরি করা হয়েছিল। তৎকালীন প্রথম নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের আমলে প্রফেসর রেহমান সোবহানের উদ্যোগে এবং তার পরে আমরা আবার এটা ২০০১ সালে উদ্যোগ নিই। সিলেটেও এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা হয়েছিল এবং আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে ২০০১ সালে অনেকে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের আমি আজকে এখানে দেখতে পাচ্ছি। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে আমরা আরেকটি আলোচনা করার চেষ্টা করি–আমাদের সুপারিশগুলো কতখানি কার্যকর হয়েছে এবং সরকার কতখানি এগুলোকে গ্রহণ করেছে এবং কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেটা মূল্যায়ন করার জন্য। ২০০৭-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা চিন্তা করলাম, এবার নতুনভাবে কী করা যায় এবং আমাদের অভিজ্ঞতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে পারি। আমরা দু-চারটি বিষয়কে গভীরভাবে উপলব্ধিতে নিয়ে এলাম। একটি হলো আমরা পাঁচ বছর একটি সরকারকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিই, কিন্তু বাংলাদেশের সমস্যাগুলো এক সরকারের পক্ষে নিরসন করা সহজ ব্যাপার না। এটাকে একটি মধ্যমেয়াদি চিন্তার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং মধ্যমেয়াদি চিন্তার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি দেখা দিল, কারণ হলো বাংলাদেশে এ মুহূর্তে কোনো মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা নেই। আপনারা জানেন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র হিসেবে পিআরএসপি নামে যেটি প্রচলিত, সেটি একটি তিন বছরের আবর্তনমূলক পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটির সুবিধা-অসুবিধার বিভিন্ন বিষয় আছে, কিন্তু জাতীয় উদ্যোগে বা জাতীয় চিন্তা থেকে প্রণোদিত হয়ে মধ্যমেয়াদি কোনো জাতীয় পরিকল্পনা নেই। আমরা ঠিক করলাম, একটি ১৫ বছরের রূপকল্প বা ভিশন পেপার রচনা করব, অর্থাৎ আজ থেকে ১৫ বছর পরে ২০২১ সালে বাংলাদেশের বয়স যখন ৫০ বছর অর্থাৎ একটি প্রজন্মের জীবৎকালে সমস্ত কাজের ফলাফল এ দেশের ভেতরে প্রকাশিত হবে, সেই সময় বাংলাদেশ দেখতে কী রকম হবে, আমরা সেই বাংলাদেশকে কী রকম চিন্তা করি, তার চেহারাটা কী রকম দাঁড়াবে–সেই চিন্তা থেকে এই রূপকল্প রচনা করার প্রয়াসে বাংলাদেশের বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করি। সেই বাংলাদেশের চিন্তা কী রকম হবে, এ মুহূর্তে তার একটি খসড়া আলোচনা চলছে। কিন্তু মূল বিষয় আলোচনার আগে একটি নাগরিক আকাঙ্ক্ষার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আপনারা দেখেছেন, নীল কাগজে এটি আপনাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এতে নাগরিক আকাঙ্ক্ষার একটি সারমর্ম আছে। আপনারা যদি মনে করেন যে কোনো একটি বিষয়

এখানে সোজাসুজিভাবে আসা উচিত বা আরেকটু গুরুত্ব পাওয়া উচিত, সেই বিষয়গুলো আপনারা এখানে বলবেন, এবং যাতে আমরা ভবিষ্যতে এটাকে সংশোধন, পরিমার্জন করার সুযোগ পাই, সেজন্য আপনারা এটাকে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে দেখবেন। যদি আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকে, তবে এখানে উপস্থাপন করবেন, তাতে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে।

আলোচনা

আব্দুল কাইয়ুম

অনেকে প্রশ্ন করেন বা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে, *প্রথম আলো* একটি দৈনিক পত্রিকা বা *চ্যানেল আই*, *ডেইলি স্টার–এই* গণমাধ্যমগুলো একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে এসব অনুষ্ঠানে কেন আসে? আমরা আসি এজন্য যে আমরা মনে করি, সংবাদ পরিবেশনাই আমাদের একমাত্র কাজ না, তার সঙ্গে আমাদের একটা আন্তরিক চেষ্টা ও অঙ্গীকারও রয়েছে, সেটা হলো দেশের জন্য কিছু করা যায় কি না। এ সুযোগটি নেওয়ার জন্যই আমরা সিপিডির আয়োজনের সঙ্গে শুধু আজ নয়, ২০০০ সাল থেকে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আমার চেয়ে বেশি টাকা যে খরচ করবে সে অসৎ লোক হলেও নির্বাচিত হবে। এটা থেকে আমরা কীভাবে বেরিয়ে আসব। আজ বড় দলগুলো বলে, উপায় নেই, ১০০ সিট বিক্রি করতে হবে এবং সেই টাকা দিয়ে বাকি ২০০ সিটের প্রার্থীদের জিতিয়ে আনতে হবে। এই ফর্মুলায় দেখা যায়, সংসদে কালো টাকার মালিকেরা বেশিমাত্রায়, বেশি সংখ্যায় গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। এটা এমন এক জটিল এবং বহুমাত্রিক সমস্যা যে এটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য নাগরিক সংলাপে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা দরকার এবং ভোটারদের বেশি সচেতনতা দরকার। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে–সত্যিকারের যোগ্য লোককে মনোনয়ন দিলে তাকে জিতিয়ে আনা সম্ভব, যদি দল থেকে নৈতিক ও আদর্শগত সমর্থন দেওয়া হয়।

অ্যাডভোকেট আ ফ ম কামাল

এখানে বলা হয়েছে উন্নয়নের কথা। বাংলাদেশ আজব দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। উন্নয়ন হয়েছে ধানমন্ডি ও আশপাশের এলাকায়–সুদৃশ্য বিল্ডিং, দালানকোঠা হয়েছে। সিলেটেও কম নয়। কিন্তু আচ্ছাদন ছাড়া রাস্তার পাশে যারা ঘুমান, তাদের সংখ্যা কত বেড়েছে তার পরিসংখ্যানটা দেয়া হয়নি। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দরিদ্রদের নিয়ে খেলা হচ্ছে। ২০০ টাকার ভাতা দিয়ে তাদের খুশি করা হচ্ছে। সেটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু মনে করি না। তারা নির্বাচিত হওয়ার আগে জনগণের কাছে গিয়ে বলেন, আপনাদের খেদমত করতে চাই, আপনাদের খাদেম হিসেবে ভোট চাই। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর তারা সেখানে শাসক-শোষকের রূপ ধারণ করেন। আমাদের সাংসদেরা যখন গাড়ি কেনেন, তারা কি একবারও নজর দেন না যে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আট হাজার টাকা বেতন নিয়ে চলতে পারেন। তিনি দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি বাসায় থাকতে পারেন। প্রত্যেক দলই বলে থাকে, আমরা সরকারে গিয়ে উপজেলা পদ্ধতি চালু করব। কিন্তু করতে দেন না সাংসদেরা। কারণ সেখানে আরেকজন ভাগীদার হয়ে যান–উপজেলা চেয়ারম্যান। যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে গেলে যে কথাটা বলেছেন, আমি তো কোনো উপায় দেখছি না। কারণ এখানে কালো টাকার খেলা হচ্ছে।

এখনই উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনে যারা আছেন, নিজেরাই একটা সংস্কার সাধন করে স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে একটা নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করা; যাতে একটা সুস্থ-সুন্দর নির্বাচন তারা আমাদের উপহার দিতে পারেন। আপনারা প্রার্থীর যে যোগ্যতার কথা বলছেন, তার সঙ্গে একমত পোষণ করছি। আমি বলছি যে দেশ আজ ক্রান্তি লগ্নে পৌঁছেছে, এ সময় একটা মতৈক্যের প্রয়োজন।

ফারুক মাহমুদ চৌধুরী

আমরা চাই, দেশ চলবে আইন ও সংবিধান অনুযায়ী। কিন্তু দেশ কি আইন ও সংবিধান অনুযায়ী চলছে? সংবিধান লেখা আছে যে এই দেশ পরিচিত হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে, কিন্তু তা আজ আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র

হিসেবে পরিচিত। আমি নাম বলব না, আমার জানা মতে, একজন গত নির্বাচনে ৩০ লাখ টাকা দিয়ে মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

সাংসদদের বিনা শুল্কে গাড়ি দেওয়া উচিত নয়। আমলানির্ভর শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হোক। ছাত্রদের লেজুরবৃত্তি-রাজনীতি বন্ধ করা হোক। নইলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অচল হয়ে যাবে। ভোটার তালিকা নির্ভুল করা হোক এবং যারা ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করেছে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক। এবং তাদের কাছ থেকে এই টাকাটা আদায় করা হোক। একমুখী শিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার জন্য আন্দোলন করা হচ্ছে, অথচ বিকল্প একটি বিভ্রান্তিমূলক একমুখী শিক্ষার জন্য ৪০-৪৫ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে। তাদের শাস্তি দেওয়া হোক। আর নির্বাচন কমিশন যেন নিরপেক্ষ হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন নিরপেক্ষ হয়। কারণ দলীয় ব্যক্তি ঢুকলেই নিরপেক্ষতা থাকবে না। তোরণ-সংস্কৃতি বন্ধ করা হোক। কারণ যারা তোরণ নির্মাণ করেন, তার দ্বিগুণ টাকা তারা চাঁদা আদায় করেন।

হাবিবুর রহমান

স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। সংসদ সদস্যেরা শুধু আইন প্রণয়ন করবেন এবং তাদের শুল্কবিহীন গাড়ি কেনার নিয়ম বাতিল করতে হবে। রাজনৈতিক দল এবং সেই সঙ্গে এনজিওগুলোর অর্থের হিসাব নিতে হবে। নির্বাচনে কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশ ভোট না পেলে সেই প্রার্থী বাতিল করে নতুন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে আবার ভোট গ্রহণ করতে হবে। দুই বারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং আইন অমান্য করে ভোটার তালিকা প্রস্তুতকারীদের শাস্তি দিতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জুবায়ের সিদ্দিকী (অব.)

সিপিডির পূর্ববর্তী যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে সেগুলোতেও এসেছে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা, তার সম্পদের হিসাব, তার আয়-ব্যয়, তার বিগত জীবনের ইতিহাস–এগুলো যেন প্রকাশ করা হয় এবং হাইকোর্ট থেকেও এ বিষয়ে একটা রায় আছে কিন্তু সেটা মানা হচ্ছে না। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকবে, যেন আমাদের নির্বাচন কমিশন এ বিষয়টি অন্তত এনফোর্স করেন এবং এটা এনসিউর করেন।

ওনারা নাগরিক আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে যে এক্সট্রা পয়েন্ট দিয়েছিলেন, এর মধ্যে ১১ নম্বর পয়েন্টে আছে–মানসম্মত ও একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা। আমি এর সঙ্গে একটি জিনিস যোগ করতে চাই, সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ধারার যেসব শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, সেগুলোকে সমন্বয় করে একটি স্থায়ী শিক্ষানীতি যেন গ্রহণ করা হয়, সে ব্যাপারে যেন আমরা সচেষ্ট হই। অনেকেই বলেন, সুশীল সমাজের এ বক্তব্য, বৈঠকগুলো আসলেই কি কোনো ফল বয়ে আনবে? কেননা এগুলো নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর। কিন্তু একমুখী শিক্ষাব্যবস্থাটা প্রায় চালু হতে শুরু করেছিল এবং তখন প্রফেসর জাফর ইকবাল তার লেখনী দিয়ে এবং সারা দেশে মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, যুক্তি দেখিয়েছেন, যার ফলে সরকার এটি স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে আমাদের এটা বললে ভুল হবে যে সুশীল সমাজ যে মতামত ব্যক্ত করবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

অ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী চৌধুরী

যে কথাটা এসেছে ভোটের বেলায়–ব্যালট পেপারে 'না' বলার যে একটা কথা–এই 'না' বলাটা অবশ্যই থাকতে হবে। এই না বলা ব্যাপারটা যদি থাকে, তাহলে দেখবেন, অনেকেই যারা কালো টাকার মালিক তারা আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইবেন না। সৎ, কর্মঠ, মেধাবী, দেশপ্রেমিক এবং জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে যারা কাজ করেন, এমন ব্যক্তিদের আমরা নির্বাচিত করতে চাই। সেই চাওয়াটা–আমরা যারা সুশীল সমাজ আজ এখানে একত্র হয়েছি–তাদের সঙ্গে গ্রাম-গঞ্জে বাস করা ৮০ শতাংশ মানুষ–তাদের সম্পৃক্ত করা যায় কি না, তাদের কাছে এটা পৌঁছে দেয়া যায় কি না, চিন্তা করে দেখবেন। সেখানে যদি সচেতনতা তৈরি করা যায়,

তাহলে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। মনোনয়নের ব্যাপারে যেটা বলেছেন যে পয়সা দিয়ে মনোনয়ন কেনা–প্রত্যেক দলকে সেটা পরিহার করতে হবে।

যেসব রাজনৈতিক দল আছে, যাদের মাধ্যমে এটা কার্যকর করা প্রয়োজন, তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো রকম সুযোগ বা কোনো পরিকল্পনা আছে কি না বা আগে ওনারা বলেছেন কি না–আমি সেটা জানতে চাই। আরেকটি প্রশ্ন বা সমস্যার কথা মনে হয়, আমাদের গণতান্ত্রিক যে চর্চা, গণতান্ত্রিক যে দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে, সেটিরও একটি পরিবর্তন প্রয়োজন।

ডা. শামিমুর রহমান

আমার মতে, যোগ্য তিনিই যিনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেন। যিনি জনগণকে উন্নয়ন শেখাতে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত করতে পারবেন, উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়ার সামর্থ্য রাখবেন, তিনিই যোগ্য প্রার্থী। সৎ ও যোগ্য হলেই হবে না, তার দায়বদ্ধতাও থাকতে হবে। শুধু রাস্তাঘাট নয়, জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী খুঁজতে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো। পারে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হওয়া উচিত। এখানে কেউ ডেপুটেশনে আসবেন, এটা হতে পারে না। প্রয়োজনে বিসিএস ক্যাডার সৃষ্টি করতে হবে। বাজেটে তাদের অর্থায়ন হবে। যখন কেউ নির্বাচনে দাঁড়াবেন, সম্পদের হিসাব দিয়ে দাঁড়াবেন। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর জন্য সংসদকে কার্যকর করতে হবে। সংসদের মেয়াদ চার বছরে নিয়ে আনা যায় কি না, তাও ভেবে দেখা দরকার। পাশাপাশি সংসদে অনুপস্থিতির সর্বোচ্চ সময়সীমা ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৬০ দিনে আনার বিষয়টাও ভাবা যেতে পারে। বিষয়গুলোয় দুর্নীতি দমন কমিশনেরও ভূমিকা রয়েছে। সেখানে ৮০ বছর বয়সী লোকদের রাখা হয়েছে। দুর্নীতি দমন একটা চ্যালেঞ্জিং জব। তাই কম বয়সী কাউকে দেওয়া হলে তিনি চ্যালেঞ্জটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারতেন।

শারমিন মুরশিদ

আমাদের জরিপ অনুযায়ী ভোটার তালিকায় ত্রুটির হার ৪৫ থেকে ৬০ শতাংশ, যা অনেক বেশি। এটা বলছি ২০০১ সালে থেকে বিভিন্ন নির্বাচনে ব্যবহৃত তালিকার কথা। ভোটার তালিকার ত্রুটিই জাল ভোটের সুযোগ করে দেয়। আমাদের হিসাবে দেখা গেছে, একটি কেন্দ্রে যতটা বুথ থাকে, তা সারা দিনেও সব ভোটারের ভোট গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ বুথসংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

আবার ভোটারেরা পর্যাপ্ত তথ্য পান না, ফলে তারা বিবেচনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সেজন্য আমাদের এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রটা আরও বড় হবে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমি নিজে খুব আশাবাদী লোক। এর প্রথম কারণ ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধের যে ভয়ঙ্কর অবস্থা সে সময় তরুণেরা পার করে এসেছে, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। একটি সংস্থা কিছুকাল আগে বলেছিল, তিনটি দেশ–ভারত, চীন ও ব্রাজিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে। এবং তা-ই ঘটেছে। ওরাই আবার বলেছে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি এটিও বিশ্বাস করি। আমরা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাব। হয়তো সম্পদের সুষম বণ্টন নিয়ে সমস্যা হবে। আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে। একটা ঘটনার কথা বলি, সেদিন আমি বিমানে চড়ে যাচ্ছিলাম। আমার পাশে একজন সাংসদ ছিলেন। বিমানবন্দরে নেমে আমি ভাবছিলাম, ওনার পাজেরো দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তা দেখলাম না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে বাসায় যাবেন। আমি বললাম স্কুটারে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনিও তা-ই বললেন। দুজন মিলে স্কুটার ঠিক করতে গিয়ে দেখলাম, সবাই খুব বেশি ভাড়া চায়। তখন তিনি আমাকে বললেন, চলুন সামনে হেঁটে বড় রাস্তায় যাই। সেখানে কম ভাড়ায় স্কুটার পাওয়া যাবে। সেভাবেই গিয়ে আমরা বাসায় ফিরলাম। সেদিন আমার বুক গর্বে এক শ হাত ফুলে গেছে। আমার দেশের একজন সাংসদ স্কুটারে যাতায়াত করেন এবং কোথায় গেলে সস্তায় স্কুটার পাওয়া যায়, তাও জানেন।

আমি চাই, আমাদের ৩০০ সাংসদ এমন হোক। আর এ দায়িত্বটাই আমাদের। এ লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

ড. কবীর চৌধুরী

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমরা শুধু সংঘাতের রাজনীতিই দেখছি। কোনো সহনশীলতা নেই, সমঝোতা নেই। সিপিডিসহ *প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, চ্যানেল আইকে* অভিনন্দন এ ধরনের একটি উদ্যোগের জন্য। তবে তাদের সামনে দুটি চ্যালেঞ্জ আছে। বিভিন্ন জায়গায় যে সংলাপগুলো হচ্ছে তার বক্তব্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পেশ করতে হবে। তারা যাতে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেন, সেজন্য তৎপর থাকতে হবে। সিপিডির কাছে আমার প্রস্তাব, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীকে জনগণের দাবি অনুযায়ী সংলাপে মুখোমুখি করতে হবে। তা না হলে পরিত্রাণ নেই। আমি মনে করি, এটি সিপিডির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আজ বারবার বলা হচ্ছে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন মাপকাঠিতে আমরা সৎ ও যোগ্য প্রার্থী পরিমাপ করব। এ ক্ষেত্রে সিপিডি একটা স্কুল অব ডেমোক্রেটিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সেখানে প্রার্থীদের জন্য একটা স্কোর থাকবে, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে দলের নেতৃবৃন্দ দেখবেন, প্রার্থীর স্কোর কত–তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, তিনি সৎ কি না, কর পরিশোধ করেছেন কি না, দুর্নীতির অভিযোগ আছে কি না।

আর বর্তমানে দেশের ছাত্ররাজনীতি যে আকার ধারণ করেছে, তাতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। এর অবসান না হলে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি হবে না। তা না হলে উন্নয়ন হবে না, ভালো রাজনীতিক আমরা পাব না। পাশাপাশি শিক্ষক-রাজনীতিরও একটা সংস্কারের প্রয়োজন আছে। রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা থাকতে হবে।

সাফওয়ান চৌধুরী

ভারতে ডেটলাইন ইনডিয়া নামে একটি টিভি অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন। সরকারের পক্ষে মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন। বিভিন্ন ইস্যুতে সংলাপ হয়। সিপিডি এমন উদ্যোগ নিতে পারে। টিআইবির প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দুর্নীতির এক রিপোর্টে দেখা গেছে, সংসদভিত্তিক দুর্নীতি প্রথম সারিতে। এর মানে এই, আমাদের দেশে সাংসদদের দ্বারা দুর্নীতি প্রাধান্য পেয়েছে। ওই রিপোর্টে দ্বিতীয় ছিল রাজস্ব বিভাগ, আর তৃতীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। দুর্নীতি আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

অ্যাডভোকেট আব্দুল হাই খান

১৭ আগস্ট যখন সারা দেশে বোমা বিস্ফোরণ হলো, তখন আমাদের মন্ত্রী বললেন, ১৬ আগস্ট হতে পারে বলে তাদের প্রস্তুতি ছিল। আর আমরা সুশীল সমাজ এ নিয়ে কোনো আন্দোলন করলাম না। বিরোধী নেত্রীকে বোমা মারা হলো, কত লোক মারা গেল। আমাদের এখানে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর বোমা মারা হলো। সেখানে আমি নিজেও আহত হয়েছিলাম। অথচ আজ পর্যন্ত চার্জশিট ফাইনাল হলো না। আমাকেও আজ পর্যন্ত দারোগা বলল না, আপনি যে আহত হয়েছিলেন ১৬১ ধারায় একটা স্টেটমেন্ট দেন। বিরোধী দল দাবি করছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে। আমরা যদি সুদক্ষ নির্বাচন কমিশন আনতে পারি, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো প্রয়োজনই হবে না। আমার একটি প্রস্তাব আছে, সেটা হচ্ছে ডিসি ও টিএনওর পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা হবেন। এ ক্ষেত্রে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও হন, যিনি সাদা কিংবা নীল দলের হবেন না, তাহলেও ভোট ডাকাতি হবে না। ঋণখেলাপি ও দুর্নীতিবাজদের সম্পর্কে তথ্য ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

ড. কামাল আহমদ চৌধুরী

আলোচনায় সবাই ব্যক্তির যোগ্যতার ওপরই জোর দিচ্ছেন। আমার মনে হয়, ব্যক্তির ওপর জোর দিয়ে লাভ নেই। আমাদের আসলে জোর দিতে হবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ওপর। প্রতিষ্ঠানের অর্থই হচ্ছে অনেকগুলো নিয়ম থাকবে। সবাই তা মেনে চলবে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে এখানে আসতে হবে না, আমাকেও না। রাজনীতিকেরা রাজনীতি করবেন, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবেন। ব্যবসায়ীরা যদি রাজনীতিক হন, তাহলে যে সমস্যা দেখা দেবে, শিক্ষকেরা রাজনীতিক হলেও তা হবে। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ওপর আমরা যদি জোর দিই, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথাও আমাদের ভাবতে হবে না। আমাদের নির্বাচন কমিশন আছে, দুর্নীতি দমন কমিশন আছে, সংসদ আছে। আমরা রাজনীতিকদের পরিত্যাগ করছি না, আমরা শুধু তাদের ভুলগুলো শুধরে দিতে পারি।

আতাউর রহমান

সাংসদেরা জবাবদিহিতা করবেন কাদের কাছে। নির্বাচনের পর তো তারা জনগণের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যান। দেশের বেশিরভাগ লোক গ্রামে বাস করেন। সুতরাং গ্রামের মানুষকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন হবে না। আমাদের কৃষকের কথা কেউ বলে না। তাদের তো শ্রমিকদের মতো ট্রেড ইউনিয়নও নেই। তাদের কথা সুশীল সমাজকে ভাবতে হবে। উন্নয়ন যদি সাংসদেরা করেন, তাহলে স্থানীয় সরকার কী করবে। সাংসদদের আইন প্রণয়নেই কাজ করা উচিত।

হিমাদ্রী শেখর রায়

একদম তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত প্রার্থীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তা জনগণের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীরা যে তথ্য দেবেন তা সঠিক কি না, যাচাইয়ে একটা মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিষয়ে আমরা রাজস্ব বোর্ডের কাছে গিয়েছিলাম। রাজস্ব বোর্ডে যখন ট্যাক্স রিটার্ন দেওয়া হয়, তখন ১০ নম্বর ফরমের বি-তে লাইফস্টাইল ইন্ডিকেটর দিতে হয়। পাশপাশি সম্পদের হিসাব দিতে হয়। আমরা বলছি, প্রার্থীরা যে ঘোষণা নির্বাচন কমিশনে দেবেন, তা রাজস্ব বোর্ড থেকে এনে দিতে হবে। এ দুটোর মধ্যে যদি ফারাক হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা ও সদস্যপদ খারিজ হওয়ার ব্যবস্থা রাখারও প্রস্তাব এসেছে।

শফি আহমদ চৌধুরী

আমি ১৯৮৬ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জিতেছিলাম। ১৯৯১ সাল থেকে বিএনপির সঙ্গে আছি। বলা হচ্ছে, সংসদ সদস্যেরা শুধু আইন প্রণয়নে থাকবেন। কিন্তু আজকের বাংলাদেশ অন্য রকম হয়ে গেছে। আপনাকে এলাকায় থাকতে হবে এবং এলাকার সর্বত্র চষে বেড়াতে হবে। লোকের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে। তাদের মুখে কীভাবে হাসি ফোটানো যায়, কীভাবে উন্নয়ন করা যায়, তা ভাবতে হবে। আবার যখন সংসদ অধিবেশন চলে, তখন সেখানে এলাকার কথা বলতে হবে। আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। এখন সংসদে প্রবীণ রাজনীতিকেরা যে মন্তব্য করেন, গ্রামগঞ্জে ঝি-চাকরানিরাও তা করে না। সুতরাং যোগ্যতার সবকিছুই দেখতে হবে।

সিপিডি যে কাজটা করছে তা মহৎ। এটাকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের যদি বোঝানো যায়, তাহলে দুর্নীতি অনেক কমবে। আপনারা যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছেন সবই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো অনুসরণ করলে দেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের দেশে উন্নয়ন অনেক হয়েছে। এখন গ্রামে গিয়ে দেখবেন, রিকশাওয়ালার ঘরেও টিনের চাল আছে, আগে যেখানে ছিল খড়ের চাল। তবে এখনো অনেক কিছু প্রয়োজন। শিক্ষা সবচেয়ে দরকারি। শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে।

অ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য্য

সত্তর-আশির দশকে আমাদের বোঝানো হয়েছিল, দুর্নীতি ম্যাক্রোলেভেলের অর্থনীতিতে তেমন কোনো ক্ষতি করে না। আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাই খক্ষহস্ত। এই যে দুর্নীতি, অব্যবস্থা–এটা কি এক দিনে হয়েছে। এটা কি এমন যে কিছু খারাপ লোক হঠাৎ করে ক্ষমতায় এসে বসেছে বলে হয়েছে। এটা একটা ব্যবস্থা–ক্রিমিনালাইজেশন, কমার্শিয়ালাইজেশন, কলোনিয়ালাইজেশন অব পলিটিক্স। সেই যে ধারা তার অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ দ্বিদলীয় মেরুকরণ। আর এ মেরুকরণের জন্যই রাজনীতি আজ জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সংসদ কোটিপতিদের ক্লাবে পরিণত হয়েছে। এমপিগিরি অবৈধ ব্যবসার লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের দ্বিদলীয় মেরুকরণের এ ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অর্থনীতিতে যদি করে খাওয়ার বদলে কেড়ে খাওয়ার সংস্কৃতি থাকে, তার অনিবার্য পরিণতিতে বাজার-রাজনীতির সৃষ্টি হবে। লুটেরাশ্রেণী আজ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। আর তারা যদি ক্ষমতায় থাকে, তাহলে ক্ষমতা সংরক্ষণের চেষ্টা করবে না, তার লোকজনদের পার্লামেন্টে নেবে না, এটা মনে না করাটাই ভুল।

আব্দুস সামাদ নজরুল

জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য চার ধরনের লোক প্রার্থী হতে পারেন। প্রথমত, তিনি মানুষের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর জন্য হবেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ব্যবসায়ী হবেন, টাকার ভারে কিছুই করতে পারবেন না। তৃতীয়ত, তিনি নাম ফাটানোর জন্য হবেন। চতুর্থত, তিনি ভাঙা ঘর থেকে পাঁচতলা দালান বানানোর জন্য হতে পারেন। এ চার শ্রেণী থেকে জনগণকেই বেছে নিতে হবে, কাদের তারা নির্বাচিত করবে।

আজ আমাদের দেশকে যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বলা হচ্ছে, তার জন্য দায়ী মাত্র ১০ ভাগ বা ২০ ভাগ লোক। এদের জন্য যে ৮০ ভাগ লোক দুর্নীতির দায় বহন করছি, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

আবুল হোসেন

স্বাধীনতার ৩৫ বছরে রাষ্ট্রক্ষমতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জনগণের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের কী ব্যবস্থা হয়েছে? আমরা এমন এক বাংলাদেশ চাই, যেখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা থাকবে। ২০০৭ সালে নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। আমরা ১৪ দল বলেছি–এর এর ভিত্তিতে আমরা নির্বাচনে অংশ নেব না। ক্ষমতায় যারা আছেন তারা বলছেন, তারা আলোচনায় রাজি না। তাহলে নির্বাচন হবে কী করে? আমরা বলতে চাই, অপরাজনীতির কারণে, কালো টাকার মালিকদের কারণে আজ দেশের এ অবস্থা। দুঃখ হয়, দীর্ঘসময় মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য সংগ্রাম করলাম আর এখানে বসে দুটি ঘণ্টা শুধু অপবাদ-অপমানজনক কথা শুনতে হলো। আমার বিশ্বাস, যারা প্রকৃতই রাজনীতিক, তারা একদিন এ অবস্থার অবসান ঘটাবেনই।

সৈয়দ আব্দুল হান্নান

যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত লোক, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী। কিন্তু আমাদের দেশে এ তিন গোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশ ডাকাত হয়ে গেছে। দুটি দলে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি লেগেছে। কারণ ওই দুটি দলে ব্যবসা আছে। এগুলো বন্ধ না করলে দেশ এগোবে না। একসময় ২২ পরিবার ছিল কোটিপতি, আজ বাংলাদেশেই চার হাজারের বেশি কোটিপতি। এরা কারা? এদের ৬০ ভাগ রাজনীতি করছে অর্থাৎ মন্ত্রী-সাংসদ, ২০ শতাংশ দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী, ২০ শতাংশ দুর্নীতিবাজ আমলা-সামরিক কর্মকর্তা। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে রাজনীতিকদের সম্পদের হিসাব নেওয়া দরকার, আবার ক্ষমতায় পরে হিসাব নিয়ে যদি তাদের সম্পদ বেশি পাওয়া যায়, তাহলে বাড়তি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে শাস্তি দিতে পারলে বাংলাদেশকে রক্ষা করা যাবে।

লোকমান আহমদ

২০০৭ সালের নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে আমিও দ্বিধান্বিত। আজ যে সমস্যায় আমরা জর্জরিত, জনজীবনে যে অসন্তোষ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি–এর থেকে মুক্তি পেতে হলে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক একটি রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক জাতি-রাষ্ট্র গঠন করতে পারি, বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ও অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে পারি; তার মধ্য দিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র কায়েম করতে পারি, তবেই সমাধান আসবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। তেমনি এ প্রশ্নগুলোতেও সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

নাগরিক কমিটি সম্পর্কে কিছু কিছু সন্দেহ আগেও অভিব্যক্ত হয়েছে, আজকের সভায়ও আলোচিত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, আমরা রাজনীতিবিমুখতার পরিচয় দিচ্ছি, এটা ডিপলিটিক্যালাইজেশনের একটি প্রক্রিয়া। তার কারণ, যেদিন এ নাগরিক কমিটি হয়, সেদিন ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার নিজস্ব কিছু কথা বলেছিলেন। আমি নিজস্ব বলব এই কারণে যে তখনো নাগরিক কমিটি হয়নি, কমিটির কোনো অধিবেশন হয়নি, সমবেত কোনো বক্তব্য হয়নি। তিনি বলেছিলেন, সুশীল সমাজ থেকে দরকার হলে আমরা প্রার্থী দেব। সে থেকে ধারণা হয়েছিল, আমরা রাজনৈতিকভাবে সমান্তরাল কাজ করতে চাই। পরবর্তীকালে আমাদের সমবেত আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এ কথাটি বলার চেষ্টা করেছি, নির্বাচন বা রাজনীতি রাজনীতিকদের দায়িত্ব। এ দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের কথা রাজনীতিকদের কাছে তুলে ধরা, কিছু কিছু বিষয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। সেটার দুটো দিক আমরা তুলে ধরেছি। একটা হলো, আগামী কিছু কালের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে বিষয়গুলো গুরুত্ব পাওয়া উচিত, তার একটা রূপকল্প তৈরি করে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমরা নিয়ে যাব। সে প্রসঙ্গেই আমরা বলেছিলাম, নির্বাচনে যেন সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দেওয়া হয়, তার জন্য আমরা চাপ দেব। আমাদের ধারণা থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটিভাবে সংসদীয় রাজনীতির কথা ভেবেছি। একটা অসাম্প্রদায়িক, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজের কথা ভেবেছি। সবার জন্য অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসার কথা ভেবেছি। সুশাসনের কথা বলা হয়েছে। দলীয় প্রভাবমুক্ত জনপ্রশাসনের ওপর আমরা বেশ গুরুত্ব দিয়েছি।

অন্যদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে কতগুলো কথা আমরা বলেছি। আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন চাই। আমরা এই রূপকল্প নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যাব। প্রার্থী যাতে যোগ্য হন, এ কথাটা তাদের বলব। আমরা মনে করছি, দেশে দুর্নীতি বা অন্য যতগুলো সংকট, সে বিষয়গুলো ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতার সঙ্গে অনেকখানি জড়িত। সেই সঙ্গে আমরা এটাও মনে করি, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু সংস্কার আবশ্যক। এখন নির্বাচন কমিশন যে কাজকর্ম করছে, তাতে আমরা আরও বেশি সন্দেহ করছি–এ নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে আদৌ সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি না। আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে গিয়েছি, রাজস্ব বোর্ডের কাছে গেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রার্থীদের পরিচয় ভোটারদের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এরা যদি একটু তৎপর হন। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের চেষ্টা করব। সেটা কতটা সম্ভব, জানি না। মনে হচ্ছে, আমাদের নিয়ে এখনো সন্দেহ বা তাচ্ছিল্য আছে। তবে আমরা চেষ্টা করব। আমাদের সুপারিশ তাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার। রাজনীতিকদের দোষারোপ করার জন্য নয়, জনগণের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য।

লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

আমাদের সমতলের আদিবাসীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত। আমার দাবি, নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসীদের নিয়ে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে। পাহাড়ি আদিবাসীদের জন্য অনেক কিছু থাকলেও আমাদের জন্য কিছু নেই। আদিবাসীদের বিষয়ে সিপিডি সংলাপ আয়োজন করলে আমরা সহায়তা করব।

হাফিজ আহমেদ মজুমদার

উপযুক্ত মানুষকে নির্বাচিত করতে হবে। কিন্তু এ উপযুক্তের সংজ্ঞাটা কেউ দিতে পারবেন না। বহু আসনে উপযুক্ত মানুষের অভাব আছে, দিনে দিনে এ অভাব পূরণ হবে। যোগ্য ব্যক্তি, শিক্ষিত ব্যক্তি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করবেন। আমি আপনাদের একটা প্রস্তাবের সঙ্গে একমতা প্রকাশ করতে চাই, সেটা হচ্ছে, সাংসদদের বেলায়ও সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করা দরকার। এতে আমি মুক্তির একটা পথ পাচ্ছি। সাংসদদের আপনারা নির্বাচিত করেন। আপনারা তাদের দায়িত্ব দেন, কর্তৃত্ব নয়। আপনি তাকে বানালেন আইনপ্রণেতা, কিন্তু তার কাছে প্রত্যাশা করলেন সব কাজ। তার ওপর সব দাবি অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেন। আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাব, সংবিধানে সংসদ সদস্যদের কী অধিকার দেওয়া আছে একটু দেখার জন্য। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হলে সংসদ সদস্যের ওপর চাপ কমে যাবে। কিন্তু স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা দিতে হবে। দেশে নির্বাচন কমিশন আজ যা আছে তা সবগুলো দল প্রত্যাখ্যান করেছে। সবাই মিলে যদি একটি নির্বাচন কমিশন করতে পারি, তাহলে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারব। সংসদকে যদি কার্যকর করতে হয়, তবে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে স্বাধীন করতে হবে।

এম এ হক

শুধু যোগ্য প্রার্থীই নয়, নির্বাচনী-কাঠামোর দিকটার কথাও ভাবতে হবে। ভোটার তালিকার কথা অনেকে বলেছেন, আমি বলব শুধু তালিকা হলেই হবে না। ছবিসহ ভোটার আইডি কার্ড প্রবর্তন করতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, যারা যোগ্য নন তারা অর্থ ও পেশিশক্তি দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করেন। তাই যোগ্য প্রার্থীর আন্দোলনের সঙ্গে ভোটার আইডি কার্ডের বিষয়টি আমি যুক্ত করার প্রস্তাব করছি। ১৯৯৪-৯৫ সালে এর একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেটি যদি কার্যকর হতো, তাহলে আজ হয়তো এ আন্দোলনের এতটুকু প্রয়োজন পড়ত না। এখানে বেশিরভাগ বক্তাই বলেছেন, সাংসদেরা দুর্নীতি করেন, কালো টাকা তৈরি করেন। আমি এর সঙ্গে একমত নই। স্বাধীনতার পর আমাদের অনেক কিছুই ছিল না, যতই দিন গড়িয়েছে, আমরা উন্নতি করে চলেছি। মন্ত্রী-সাংসদেরা সংসদে বসে আইন প্রণয়ন করেন। তা বাস্তবায়ন করতে হয় সরকারি প্রশাসন দ্বারা। যারা বাস্ত বায়ন করেন, তারা যদি অসৎ হন, তাহলে এ আন্দোলন দিয়ে লাভ হবে না। যারা দুর্নীতিবাজ তাদের বিচার করতে হবে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আজিজ

নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য ভোটার আইডি খুবই দরকারি জিনিস। এটা ছাড়া জাল ভোট কখনো বন্ধ করা যাবে না। এটা অব্যাহত থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে পেশিশক্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর পরও কিন্তু কথা থাকে। সেটা হচ্ছে, আমাদের প্রার্থীরা অনেক ওয়াদা করেন, কিন্তু পাস করলেই পলায়ন করেন। আমাদের সম্ভবত সাংবিধানিক কিছু পরিবর্তনের সময় এসেছে। রি-কল ব্যবস্থা চালু করা গেলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটা উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। এটা প্রবর্তন করলে জনপ্রতিনিধিরা আরেকটু সচেতন হবেন, দায়িত্বশীল হবেন। এ ছাড়া যারা দেশপ্রেমিক, সৎ কিন্তু রাজনীতিতে জড়িত নন, তাদের যদি আমরা সংসদে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে একটি ভারসাম্য আসবে। নির্বাচনের সময় দেশরক্ষা বাহিনীর যে প্রয়োগ, তার সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, তাদের যেন সরাসরি নির্বাচনে জড়িত করা না হয়। তারা ভোটকেন্দ্রে যাবেন না। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমাদের দেশে উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের দেশে ব্যুরোক্র্যাসিকে আমরা দলীয়করণ করে ফেলেছি। শুধু তা-ই নয়, তারা আজ দুর্নীতিগ্রস্ত। এই ব্যুরোক্র্যাসিকে যদি আমরা দলনিরপেক্ষ করতে পারি, তাহলে কিছুটা জবাবদিহির ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে বলে আমার মনে হয়।

সংলাপের সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

নির্বাচন কমিশন: ১. বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনের উচিত প্রয়োজনীয় সংস্কার করে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানো। ২. নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের নিয়োগ পিএসসির মাধ্যমে দিতে হবে। ৩. নির্বাচন কমিশন এমন শক্তিশালী করতে হবে, যেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন না হয়। ৪. রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে কমিটি করে তার মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিতে হবে। ৫. নির্বাচন কমিশনারের সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

নির্বাচন ও প্রার্থিতা: ১. নির্বাচনে বিজয়ী একজন প্রার্থীর পক্ষে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পড়লে তিনি নির্বাচিত হবেন না। এ ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রার্থীকে নিয়ে নতুন করে ভোটগ্রহণ করা হবে। ২. ভোটারের যদি কোনো প্রার্থীকেই পছন্দ না হয়, সে ক্ষেত্রে ব্যালট কাগজে 'না ভোট' দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৩. প্রার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক হতে হবে। ৪. নির্বাচনে প্রার্থিতার সময় প্রার্থী সঠিক তথ্য দিয়েছেন কি না, তা নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করবে। ৫. প্রার্থীকে ওই নির্বাচনী এলাকার ভোটার হতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিশ্বাস করতে হবে। ৬. তৃণমূল পর্যায়ে যারা নির্বাচন করে আসছেন বা নেতৃত্বে আছেন, সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ৭. পরপর দুই বার কেউ নির্বাচনে হেরে গেলে তিনি আর প্রার্থী হতে পারবেন না। ৮. দুই বারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। ৯. কোনো প্রার্থী দলবদল করলে তিনি পরবর্তী প্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। ১০. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর করতে হবে। ১১. রাষ্ট্রীয় খরচে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

সংসদ ও সংসদ সদস্য: ১. সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে চার বছর করতে হবে। ২. সংসদকে কার্যকর করার জন্য স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ দিতে হবে। ৩. সংসদের নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪. সংসদ বর্জনের মেয়াদ ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৬০ দিন করতে হবে। ৫. সাংসদেরা শুধু আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করবেন কিন্তু তারা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন না। ৬. কোনো সাংসদ যদি এলাকাবাসীর আস্থা হারান, তবে সেখানে (রি-কল সিস্টেমের মাধ্যমে) পুনরায় সাংসদ নির্বাচিত করা যাবে। ৭. সাংসদেরা করবিহীন গাড়ি কিনলে তা অবশ্যই তাদের ব্যবহার করতে হবে। ৮. সাংসদদের এক বছর পরপর তাদের কাজের বিবরণ তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের কাছে দিতে হবে।

ভোটার ও ভোটার লিস্ট: ১. ভোটার লিস্টে ভোটারের ছবি থাকতে হবে। ২. ভোটার কার্ডে ভোটারের ছবি ও সই থাকতে হবে। ৩. আগের ভোটার লিস্টের ভিত্তিতে হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ৪. নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত না হলে ভোটার তালিকা প্রস্তুতকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। ৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ বাড়িয়ে সে সময় ভোটার তালিকা তৈরি করা উচিত। ৬. প্রবাসীদের নাম ভোটার তালিকায় আনতে হবে। ৭. ইলেকট্রনিক ভোট ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

রাজনৈতিক দল: ১. রাজনৈতিক দলগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করতে হবে। ২. কোনো ব্যক্তি পরপর তিন বারের বেশি রাজনৈতিক দলের প্রধান হতে পারবেন না। ৩. দলীয় প্রধান ও সরকারপ্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবেন না।

দুর্নীতি দমন কমিশন: ১. দুর্নীতি দমন কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। ২. দুর্নীতি দমন কমিশন কর্মকর্তাদের নিয়োগ পিএসসির মাধ্যমে দিতে হবে।

সুশীল সমাজ: ১. গ্রামের সাধারণ মানুষকেও সুশীল সমাজের এসব কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। ২. প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে (অন্তত বড় দুটি দল) সুশীল সমাজের সংলাপ করা উচিত। ৩. সুশীল সমাজের নাগরিক আকাঙ্ক্ষায় 'যোগ্য' শব্দের বদলে 'কর্মঠ, মেধাবী ও দেশপ্রেমিক' শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ৪. সুশীল সমাজের নাগরিক আকাঙ্ক্ষায় 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু' শব্দের বদলে 'ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে' কথাটি ব্যবহার করা উচিত। ৫. সুশীল সমাজের সংলাপে আগতেরা যেন কর পরিশোধকারী হন এবং কালো টাকার মালিক না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে। ৬. শুধু নির্বাচনের আগের সময় বাদেও অন্যান্য সময়ে সুশীল সমাজকে এই কার্যক্রম চালাতে হবে।

****